ঠাকুরবাড়ির

মেয়েদের ভ্রমণকথা

ঠাকুরবাড়ির
মেয়েদের
ভ্রমণকথা

সংকলন ও সম্পাদনা
প্রত্যুষকুমার রীত

পুনশ্চ

THAKURBARIR MEYEDER BHRAMANKATHA
The Travelogue of the female members of
JorasankoTagore Family
Comiled and Edited by Pratyush Kumar Rit

First Published
December, 2025

ISBN 978-81-7332-709-4

Price r 595

প্রথম সংস্করণ
ডিসেম্বর, ২০২৫

দাম r ৫৯৫

পুনশ্চ, ১১৪ এন, ডা. এস. সি. ব্যানার্জি রোড, কলকাতা - ৭০০ ০১০ থেকে
সন্দীপ নায়ক কর্তৃক প্রকাশিত এবং শিবানী প্রিন্টিং ১৭এ, স্যার গুরুদাস রোড,
কলকাতা - ৭০০ ০৫৪ থেকে মুদ্রিত ফোন ৮৯১০২৮৩৪৪৮
Email: punaschabooks@gmail.com
Web: www.punaschabooks.com

দাদা ও বন্ধু
ডা. অভিজিৎ চন্দ
ডা. নিলাদ্রি সরকার
ডা. প্রমথনাথ রীত
ডা. রুদ্রদেব মেউর

সূচি

নিবেদন ৯

সৌদামিনী দেবীর ভ্রমণকথা

ভিজিগাপত্তম ৩৩

তীর্থদর্শন ৩৫

জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর ভ্রমণকথা

বম্বের কথা ৪১

বিলাতের কথা ৪৬

স্বর্ণকুমারী দেবীর ভ্রমণকথা

প্রয়াগযাত্রা ৫১

প্রয়াগে ৬০

প্রয়াগদর্শন ৬৭

প্রয়াগের কয়েকটি দৃশ্য ৮২

প্রয়াগের কয়েকটি মন্দির ৮৬

ঝুসি ৮৯

খসরুবাগ ৯১

দার্জিলিং পত্র ৯৩

গাজিপুর পত্র ১৩১

সোলাপুর পত্র ১৩৯

সমুদ্রে ১৭৭

নীলগিরি ১৮৮

নীলগিরির টোডা জাতি ১৯৮

পাণ্ডারপুর ২০৪

পেনে প্রীতি ২০৮

সুজান দ্বীপ ২১৮

পুরী ২২০

হিরণ্ময়ী দেবীর ভ্রমণকথা
বান্দেলের গির্জা ২২৫
রুসিয়া ২৩০
সরলা দেবীর ভ্রমণকথা
চিরাগের পথে ২৩৫
বর্মা যাত্রা ২৩৯
রেঙ্গুন ২৪৭
শোয়ে-ডাগন ২৫৪
শোভনাসুন্দরী দেবীর ভ্রমণকথা
য়ুরোপে মহা-সমরের পরে ২৬১
রণক্ষেত্রে বঙ্গমহিলা (মহাযুদ্ধের পর) ২৬৭
মহাযুদ্ধের পর 'প্যারী' নগরীতে ২৭২
সুষমা দেবীর ভ্রমণকথা
রাউলপিণ্ডির পথে ২৭৭
শ্রীনগরের পথে, ১, ২ ২৮১
রামপুরের পথে ২৮৬
শ্রীনগর ১, ২, ৩, ৪ ২৯০
শ্রীনগরের প্রাকৃতিক দৃশ্য ও বন্য অধিবাসী ৩০৫
শ্রীনগর ৫,৬ ৩০৯
নন্দিতা কৃপালনীর ভ্রমণকথা
ব্রেজিলে একবছর ৩১৭
সোনার দেশ ৩২১
পরিশিষ্ট-১
বর্তমান গ্রন্থের রচনাগুলির প্রকাশতথ্য ৩২৭
পরিশিষ্ট- ২
হেমলতা দেবী : সুফীদের ভ্রমণ ৩২৯
পরিশিষ্ট- ৩
দক্ষিণাপথ ভ্রমণ গ্রন্থের সরলা দেবী লিখিত সমালোচনা ৩৩২
পরিশিষ্ট- ৪
ইন্দিরা দেবী : পিয়ের লোটি ও ইস্তাম্বুল ৩৩৮
পরিশিষ্ট- ৫
ঠাকুরবাড়ির পত্রিকায় ভ্রমণকথা ৩৬১

নিবেদন

জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির সদস্য-সদস্যাদের রক্তে ছিল ভ্রমণের নেশা ! সমকালীন ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পরিবার হয়ে উঠেছিল জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি। সাহিত্য-সংস্কৃতির নানা দিকেই এই পরিবারের সদস্যরা প্রায় পথ প্রদর্শকের ভূমিকা পালন করে গেছেন। এ পরিবার বাংলা ভ্রমণসাহিত্যকে পুষ্ট করেছেন নানাভাবে।

জোড়াসাঁকো ঠাকুর পরিবারের যথার্থ অগ্রগতির সূচনা দ্বারকানাথ ঠাকুরের আমল থেকেই শুরু হয়। ব্যবসাসূত্রে দ্বারকানাথ দেশ-বিদেশের বিভিন্ন স্থানে গমন করতেন। সে এক রোমহর্ষক ইতিহাস। সে ইতিহাস এখনও নূতন করে লেখার অবকাশ আছে। তবে দ্বারকানাথ ঠাকুর ভ্রমণকথা লেখার জন্য কোনোদিন কলম ধরেননি, আমাদের দুর্ভাগ্য।

বাংলা ভ্রমণসাহিত্যের ইতিহাস অনেক প্রাচীন। সেখানে আমরা দ্বারকানাথ ঠাকুরকে না পেলেও তাঁরই পুত্র দেবেন্দ্রনাথকে উজ্জ্বল ভূমিকা গ্রহণ করতে দেখি। তারপর এগিয়ে এসেছেন সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং আরও অনেকেই। বাংলা ভ্রমণসাহিত্যে ঠাকুরবাড়ির সদস্য-সদস্যাদের অবদান নেহাত কম নয়। বর্তমান গ্রন্থে তার একটা সংক্ষিপ্ত রূপরেখা ধরে দেওয়া গেল। ঠাকুরবাড়ির কোনো সদস্যেরই আলাদা করে পরিচয় দেওয়ার প্রয়োজন নেই বলেই মনে করি।

ঠাকুরবাড়ির সদস্যদের অনেকেই চীনযাত্রা করেন। দেবেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ, সৌমেন্দ্রনাথ প্রমুখ অনেকেই। রবীন্দ্রনাথের চীনযাত্রার অনেক তথ্য 'কবির সঙ্গে একশো দিন' গ্রন্থে পাওয়া যায়।

ইতিপূর্বে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির কয়েকজন সদস্য-সদস্যার ভ্রমণকথার অন্বেষণ করেছিলাম। তারই ফলপরিণামে ২০১০-এর প্রথমে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত হয়েছে সুষমা দেবীর 'শ্রীনগরের পথে' ভ্রমণকাহিনি গ্রন্থটি। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'ভ্রমণকথা' প্রকাশিত হয়েছে 'কমলিনী প্রকাশন বিভাগ' থেকে (২০১১ জানুয়ারি)। তারপর ক্রমশ 'পত্রলেখা' থেকে প্রকাশিত হয়েছে 'ঠাকুরবাড়ির ভ্রমণকথা', 'অলকানন্দা' থেকে প্রকাশিত হয়েছে 'ঠাকুরবাড়ির পত্রপত্রিকায় ভ্রমণকথা' গ্রন্থ। স্বর্ণকুমারী দেবীর ভ্রমণকথাও প্রকাশিত হয়েছে 'পুনশ্চ' প্রকাশনা থেকে (২০১২ জানুয়ারি)। স্বর্ণকুমারী কন্যা সরলা দেবীর ভ্রমণকথা গ্রন্থও প্রকাশিত (২০২১), 'লোক সেবা শিবির'। 'এস. বি. এস.' প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত হয়েছে 'বাঙালি নারীর ভ্রমণকথা' । 'পরশপাথর' থেকে প্রকাশিত 'হিমালয় পরিভ্রমণ' প্রভৃতি গ্রন্থ। সবমিলিয়ে দেখা যায় মহিলা রচিত বাংলা ভ্রমণসাহিত্যে ঠাকুরবাড়ির মেয়েরা অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছেন।

ঠাকুরবাড়ির বিভিন্ন সদস্য-সদস্যার ভ্রমণকথা নিয়ে বারো বৎসর ব্যাপী নানা কাজ করার মাঝে স্বাভাবিক ভাবেই মনে হয়েছে দেবেন্দ্রনাথের (১৮১৭-১৯০৫) ভ্রমণকথাও গুরুত্বপূর্ণ। সেকারণে